১। ক. চিহ্নিত সেবার নাম: (এখানে আইডিয়াটির শিরোনাম হবে না। অফিসের যে সেবা বা সেবাসমূহকে কেন্দ্র করে আইডিয়াটি নেয়া হয়েছে, তার নাম হবে)

জাতীয় খাদ্য নীতি,২০০৬ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে দেশের হতদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং Sustainable Development Goals (এসডিজি) এর টার্গেট-১ 'নো পোভারটি' ও টার্গেট-২ 'জিরো হাঙ্গার' অর্জনের উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বর/২০১৬ সাল হতে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে শুভেচ্ছা মূল্যে (প্রতি কেজি ১০/-) বছরের কর্মাভাবকালীন ০৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হয়, যা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নামে পরিচিত। এ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে সরকার প্রতি কেজি চালে ৩৪.৭৭ টাকা ভর্তুকি প্রদান করছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ০১ বছরে সরকারের প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ ২৬০৭.৭৫ কোটি টাকা। হতদরিদ্র উপকারভোগী কর্তৃক সঠিকভাবে (সঠিক ওজন ও নির্ধারিত মূল্যে) খাদ্যশস্য প্রাপ্তির উপর সরকারের এ মহতী উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করে। এজন্য উপকারভোগী পরিবারের সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির বিষয়টি যথাযথভাবে তদারকি করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১। খ. সেবা গ্রহণকারী কারা?

দেশের সকল উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকাভুক্ত হতদরিদ্র পরিবার।

২। ক. সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়? (বিবরণ: বুলেট পয়েন্ট আকারে লেখা যেতে পারে/ প্রসেস ম্যাপ আকারে দেয়া যেতে পারে)

- খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলারগণ বরাদ্দকৃত চাল স্থানীয় খাদ্য গুদাম হতে উত্তোলন করে তাদের দোকানে সংরক্ষণ করেন।
- ডিলারগণ উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বারে (সপ্তাহে ০৩ দিন) সকাল ০৯ টা হতে বিকাল ০৫ টা পর্যন্ত ভোক্তাদের মাঝে চাল বিতরণ করেন।
- ডিলারগণ প্রতি কেজি চাল বিতরণের জন্য ১.৫০-২.০০ টাকা কমিশন পান।
- খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে বিতরণের বিষয়টি তদারকি করার জন্য খাদ্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী গড়ে ০৫-০৬টি বিক্রয়কেন্দ্রে তদারকির দায়িত্ব পালন করেন।
- উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত ০১ জন ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের বিধান রয়েছে।
- উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক মাসে কমপক্ষে ১০টি কেন্দ্র এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক মাসে কমপক্ষে ০২টি উপজেলার বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে।
- খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে।

২. খ. চিহ্নিত সেবা প্রদান করা/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ:

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহিতাদের ভোগান্তি/ সমস্যার কারণে সৃষ্ট ফলাফল
খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উপকারভোগী কোন অসুবিধার (সঠিক ওজন, নির্ধারিত মূল্য, চালের মান প্রভৃতি) সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সুযোগ পান না	অভিযোগ দাখিলের জন্য কর্তৃপক্ষের কোন ফোন/মোবাইল নম্বর ভোক্তাদের কাছে না থাকা	সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানাতে না পারা
সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হলে কার নিকট প্রতিকার পাওয়া যাবে বা অভিযোগ দাখিল করা যাবে এ সম্পর্কে অধিকাংশ উপকারভোগীর কোন ধারণা নেই।	অভিযোগ দাখিল সম্পর্কিত কোন নোটিশ ডিলারের দোকানের সম্মুখে না থাকা	সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল করতে না পারা
তদারকি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ট্যাগ অফিসারের সার্বক্ষণিক ডিলারের দোকানে উপস্থিত থাকতে না পারা	কর্মসূচি তদারকির জন্য আলাদা জনবল না থাকা এবং তদারকি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ট্যাগ অফিসারের নিজস্ব দাপ্তরিক ব্যস্ততা	ভোক্তাদের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম সঠিকভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হয় না

স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ডিলার হিসেবে নিয়োজিত থাকা	পলিসি জনিত	হয়রানির ভয়ে ডিলারের সম্মুখে তদারকি কর্মকর্তা-কর্মচারী/ট্যাগ অফিসারের কাছে ভোক্তা কর্তৃক অভিযোগ দাখিল না করা
অফিস কক্ষে বসে ভোক্তাদের সুষ্ঠুভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির বিষয়টি মনিটরিং করার সুযোগ নেই	ডাটাবেজ-এ সকল ভোক্তার মোবাইল নম্বর না থাকা	অফিসে কক্ষে বসে খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করা যায় না
সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিলের জন্য ভোক্তাকে টাকা খরচ করে উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিসে আসতে হয়	অভিযোগ দাখিলের জন্য কর্তৃপক্ষের কোন ফোন/মোবাইল নম্বর ভোক্তার কাছে না থাকা	অভিযোগ দাখিল/ সমস্যার সমাধান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোক্তার মধ্যে অনাগ্রহ কাজ করা

সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: (Where, who, how much, what and why?)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার আয়তন ২১৫ বর্গ কিলোমিটার এবং ইউনিয়নের সংখ্যা ০৯টি। এ উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ৮৩২০ টি এবং খাদ্যশস্য বিতরণের জন্য ১৮ জন দোকান ডিলার আছে। কর্মসূচি তদারকির জন্য আলাদা জনবল না থাকায় খাদ্য বিভাগের অফিসিয়াল স্টাফরা তদারকির এবং উপজেলার অন্য সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী ট্যাগ অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে খাদ্য বিভাগের তদারকি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত ট্যাগ অফিসার সার্বক্ষণিক বিক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারেন না।

তদারকি কর্মকর্তা/ট্যাগ অফিসারের অনুপস্থিতির সময় দরিদ্র উপকারভোগী খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার (সঠিক ওজন, নির্ধারিত মূল্য, চালের মান প্রভৃতি) সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সুযোগ পান না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ডিলার হিসেবে নিয়োজিত থাকায় হয়রানির ভয়ে দরিদ্র উপকারভোগী ডিলারের সামনে তদারকি কর্মকর্তা/ট্যাগ অফিসারের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন না বা সশরীরে অফিসে এসে অভিযোগ দাখিল করতে চান না। ফলে উপকারভোগী সমস্যার প্রতিকার প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হন। এছাড়া, উপজেলা হেড কোয়ার্টার হতে অধিক দূরের ইউনিয়নের উপকারভোগীগণের মধ্যে টাকা ও সময় ব্যয় করে উপজেলা খাদ্য অফিসে এসে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল করার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ কাজ করে।

৩। সমস্যার ভুক্তভোগী কারা?

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকাভুক্ত হতদরিদ্র পরিবার।

৪। সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত আইডিয়াটির শিরোনাম:

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীদের সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি তদারকিকরণ।

৫। সমাধান প্রক্রিয়া

ক. আইডিয়ার বিবরণ (বিস্তারিত বিবরণ, আইডিয়া প্রণয়ন হতে সেবা দেয়ার পর পর্যন্ত যা যা করা হবে)

খাদ্যবান্ধব ডিলারের দোকানের সামনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন ঝুলিয়ে রাখা এবং উপকারভোগীদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ডাটাবেজ প্রণয়নপূর্বক দৈবচয়ন ভিত্তিতে ১-২% উপকারভোগীর মোবাইল নম্বরে ফোন করে সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির বিষয়টি যাচাই করা।

সমাধান প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ:

১) প্রত্যেক ডিলারের দোকানের সামনে টাঙ্গানো খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সাইনবোর্ড/ব্যানারের পাশে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দাপ্তরিক মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন ঝুলিয়ে রাখা।

২) ডিলারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সকল উপকারভোগী/তার পরিবারের সদস্যের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করা এবং অফিসে সংরক্ষিত ইউনিয়ন ভিত্তিক উপকারভোগীর ডাটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্ত করা।

৩) ইউনিয়ন ভিত্তিক উপকারভোগীর ডাটাবেজ হতে দৈবচয়নভিত্তিতে ১-২% উপকারভোগী নির্বাচন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শক তাদের মোবাইল নম্বরে ফোন করে খাদ্যশস্য সঠিকভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন কিনা এবং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা আছে কিনা জানবেন এবং তা রেজিস্টারে লিখে রাখবেন।

৪) উপকারভোগী কর্তৃক কর্তৃপক্ষের মোবাইল ফোনে দাখিলকৃত অভিযোগ ও অফিস হতে উপকারভোগীকে ফোন করে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিজে/প্রতিনিধির মাধ্যমে যাচাই করবেন এবং ইতিবাচকভাবে (Corrective Actions) অভিযোগের প্রতিকার করবেন।

৫) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিজে অভিযোগের প্রতিকার করতে না পারলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটির সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবেন।

৬) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/তার প্রতিনিধি জেলার মোট উপকারভোগীদের ০.৫-০১% উপকারভোগীর মোবাইল নম্বরে ফোন করে ৩ এবং ৪ অনুচ্ছেদের অনুরুপ কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

৭) মাস শেষে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উক্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

৫। খ. নতুন প্রসেস ম্যাপ: (কাস্টমারের নিকট একটি সেবা যেভাবে পৌঁছে দেয়া হবে, তা বুলেট আকারে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)

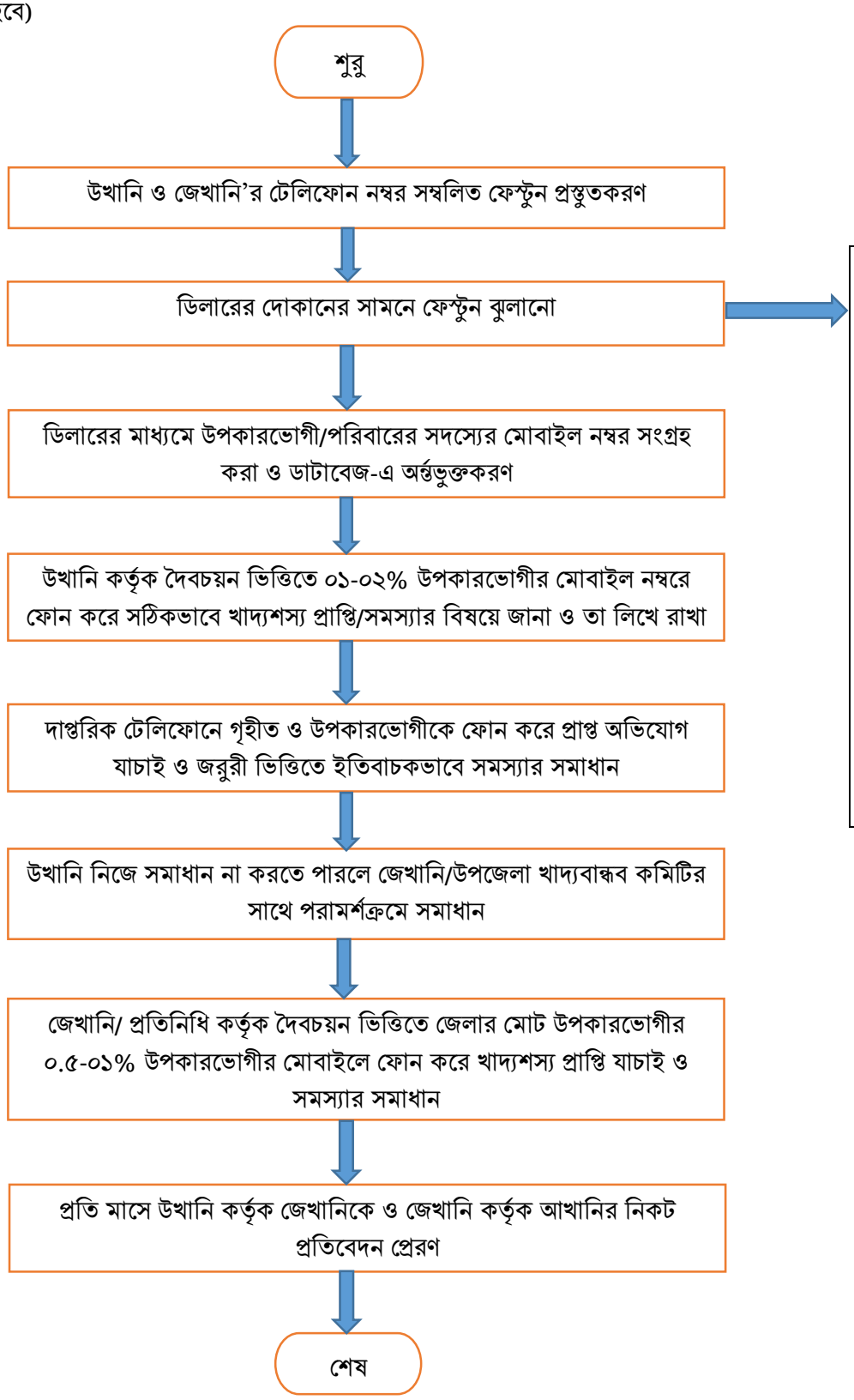

ফেস্টুনের নমুনা

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল (১০ টাকা কেজি) সঠিকভাবে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সরাইল: ০১৩১৬-৬৩৫৮২৮

উল্লিখিত কর্মকর্তার নিকট সমাধান না পাওয়া গেলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের নম্বর:

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ০১৩১৬-৬৩৫৮২৫

ধন্যবাদান্তে
খাদ্য বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।

(অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে এবং ইতিবাচকভাবে সমস্যার সমাধান করা হবে)

৫। গ. উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কি? (যা বিদ্যমান আইন/ সার্কুলার/ নীতিমালায় বলা হয়নি)

১) উপকারভোগী কর্তৃক খাদ্যশস্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিলের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মোবাইল নম্বর ডিলারের দোকানের সম্মুখে প্রদর্শিত হওয়া।

২) উপকারভোগীদের মোবাইল নম্বর সম্বলিত ডাটাবেজ থাকা।

৩) অফিস হতে উপকারভোগীদের ফোন করে সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির বিষয়টি যাচাই করা।

৪) অফিস কক্ষে বসে খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করা।

৫। ঘ. উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী হার্ডওয়্যার/ সরঞ্জমাদি/ অবকাঠামো লাগবে?

১. ফেস্টুন- ২৫টি ২. মোবাইল সেট- ০২টি ৩. সিম- ০২টি

৫। ঙ. উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে? (সফটওয়্যার তৈরি, ডাটাবেজ তৈরি, এসএমএস বান্ডিল ক্রয় ইত্যাদি)

১) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন তৈরি করা।

২) ডিলারদের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করা।

৩) সংগৃহীত মোবাইল নম্বর বিদ্যমান উপকারভোগীর ডাটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্ত করা।

৬। প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV):

	সময়	**খরচ**	**যাতায়াত**
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	২-৩ ঘন্টা (অভিযোগ দাখিলের জন্য উপকারভোগীর উপজেলা/জেলা অফিসে গমন)	১০০-১৫০ টাকা	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩-৪ মিনিট (মোবাইল ফোনে কল করে অভিযোগ দাখিল করা)	৫-৬ টাকা	০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১১৭- ১৭৬ মিনিট	৯৫-১৪৪ টাকা	১-২ বার

অন্যান্য সুবিধা: (অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে, এসব কিছুর বিবরণ লিখতে হবে)

১) উপকারভোগীগণ খুব সহজে সেবা প্রাপ্তির সমস্যা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারবেন এবং প্রতিকার প্রাপ্তির পথ সুগম হবে।

২) ডিলার কর্তৃক উপকারভোগীদের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

৩) উপকারভোগীদের সুষ্ঠুভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ফলে কর্মসূচির উদ্দেশ্য সফল হবে।

৭। উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম: (উদ্যোগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিটি অফিসে যে টিম গঠন করা প্রয়োজন)

টিম লিডার	সদস্য	সদস্য	সদস্য
সুবীর নাথ চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মোঃ হারুন-অর-রশিদ সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কাউসার সজীব উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ:দা:) সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মোছাঃ হাফছা হাই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরাইল এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৮. আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম					
মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে?	Time		
			অক্টোবর/১৮	নভেম্বর/১৮	ডিসেম্বর/১৮
অবহিতকরণ	কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ও অনুমতি গ্রহণ	টিম লিডার			
গঠন	প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাস্তবায়নকারী দল গঠন ও পদ্ধতি পর্যালোচনা	টিম লিডার+ সদস্য			
প্রস্তুতকরণ	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন প্রস্তুতকরণ	টিম লিডার+ সদস্য			
প্রদর্শন	ডিলারের দোকানের সম্মুখে ফেস্টুন ঝুলানো	সদস্য			
ডাটাবেজ	ডিলারের মাধ্যমে উপকারভোগীর/ পরিবারের সদস্যের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ ও ডাটাবেজ-এ অর্ন্তভুক্তকরণ	ডিলার+ সদস্য			
সমাধান	মোবাইল ফোনে উপকারভোগীদের কল রিসিভ করা ও সমস্যার সমাধান প্রদান	টিম লিডার+ সদস্য			
যাচাই	ডাটাবেজ হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ০.৫-০১% উপকারভোগীর মোবাইলে ফোন করে সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি যাচাই ও প্রাপ্ত সমস্যার সমাধান	টিম লিডার+ সদস্য			
প্রতিবেদন	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল	উপজেলা ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক			

৯. রিসোর্স ম্যাপ:

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	বিদ্যমান	-	-
বস্তুগত	ফেস্টুন তৈরি- ২৫টি মোবাইল সেট ক্রয়- ০২টি সিম ক্রয়- ০২টি	৫,০০০+১০,০০০+৩০০= ১৫,৩০০/-	স্থানীয় বাজার
অন্যান্য	ডিলারের নিকট হতে ভোক্তাদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ, মোবাইল নম্বর ডাটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্তকরণ, তালিকা প্রিন্ট ও ফটোকপিকরণ (০৩ সেট) এবং ০২ মাসের মোবাইল রিচার্জ	১,৮০০+০+৪,০০০+১,০০০= ৬,৮০০/-	বিদ্যমান ডিলার, অফিসের কম্পিউটার ও স্থানীয় বাজার
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		**২২,১০০/-**	

১০. Details of the Owner:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল	আইডিয়া পাইলটিং এলাকা
সুবীর নাথ চৌধুরী	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭২৩-৭৭৯১৪৮	subir31st@gmail.com	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলা

১১. মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
মঞ্জুর আলম	সিস্টেম এনালিস্ট	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫	manzooralam74@gmail.com

(সুবীর নাথ চৌধুরী)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ফোন: ০৮৫১-৫৮২৩২